89743 - বিভিন্ন বিদাতী উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতার পুরস্কার

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদের মসজিদে বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষে (মাহে রমযান, মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম...) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগিতাগুলোতে নানারকম পুরস্কার দেয়া হয়। এ ধরণের পুরস্কার গ্রহণ করা কি জায়েয আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে উৎসব বা উপলক্ষগুলো আবর্তিত হয় সেগুলো হাতে গোনা কয়েকটি এবং সবার জানা; যে উপলক্ষগুলোর বর্ণনা শরিয়তের পক্ষ থেকে এসেছে এবং যেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ শ্রেণীর উপলক্ষগুলোর মধ্যে রয়েছে– মাহে রমযান, ঈদ, যিলহজ্জ মাসের দশদিন ও মুহাররম ইত্যাদি। মিলাদুন্নবী এ শ্রেণীর মধ্যে নেই। কেননা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিশেষ কোন আচার-অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগি কিংবা উদযাপন করার ব্যাপারে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। বরং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তাঁদের পরবর্তীগণ এ বিষয়কে বিবেচনাই করতেন না। সুতরাং যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবীকে শরিয়তের কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করবে সে ব্যক্তি বিদাত করল, দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় চালু করল। ইতিপূর্বে আমাদের ওয়েব সাইটে মিলাদুন্নবী বিদাত হওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন: 5219, 10070, 13810, 20889 ও 70317 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

নিঃসন্দেহে সেই দিনে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে- সেইদিন পালন করা ও উদযাপন করা। এটি সে দিনকে ঈদ হিসেবে পালন করার নামান্তর। তাই এ বিদাতী উপলক্ষকে কেন্দ্র করে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তাতে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। নচেৎ অংশগ্রহণকারীও বিদাতী গণ্য হবে। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্রে এসছে–

পবত্রি ঈদে মলিাদুন্নবী উপলক্ষে আমাদরে আফ্রকিাতে যা ঘটে থাকে– শক্ষিা প্রতষ্ঠিান ও কল-কারখানায় ছুটি দয়ো কংিবা খোতেবা, আলোচেনা ও ওয়াজ মাহফলিরে আয়োজন করা; এগুলোকে আপনারা কি দৃষ্টতিে দখেবনে? উম্মাহর সহযোগতিায় আল্লাহ্ আপনাদরেকে অটুট রাখুন।

জবাব ছলি:

মলিাদুন্নবী পালন ও এ উপলক্ষে ছুটি দয়ো বদিাত। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করনেনি। তাঁর সাহাবীবর্গ করনেনি। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি আমাদরে এ শরয়িতে নতুন কছিু চালু করে সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সমাপ্ত]

তনি:

পক্ষান্তরে, শরয়িত অনুমোদতি উপলক্ষসমূহ যমেন- মাহে রমযান ও এ ধরণরে উপলক্ষগুলো; সগেুলোর ক্ষত্রেে শরয়িতরে বধিান হচ্ছে, বরঞ্চ মুস্তাহাব হচ্ছে– মানুষকে এ উপলক্ষগুলো স্মরণ করয়িে দয়ো, এ উপলক্ষে কি কি আমল করা মুস্তাহাব সগেুলোর ফযলিত ও কি কি সওয়াব লখো হবে সসেব জানয়িে দয়ো। শরয়িত অনুমোদতি এ মৌসুমগুলো মানুষ কভিাবে পালন করবে তা শখোনোর উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে– বভিন্নি দারস ও সভা-সমাবশেরে আয়োজন করা।

এ উপলক্ষগুলো পালন করার একটা মাধ্যম হচ্ছে– বভিন্নি ইলমি প্রতযিোগতিা ও কুরআন মুখস্ত করার প্রতযিোগতিার ব্যবস্থা করা। কারণ এ উপলক্ষে মানুষ আল্লাহমুখী হয়ে উঠে। কুরআন তলোওয়াত করা, মুখস্ত করা ও দ্বীনি বধিি-বধিান শখোর জন্য সচষ্টে হয়ে উঠে। সুতরাং এ উপলক্ষে প্রতযিোগতিার আয়োজন করা ও তাতে অংশ নয়োতে ইনশাআল্লাহ্ কোন অসুবধিা নইে।

চার:

আমাদরে ওয়বে সাইটে ইতপিূর্বে বভিন্নি প্রতযিোগতিায় পুরস্কার দয়োর বধিান বর্ণনা করা হয়ছে। বরং কোন প্রতযিোগতিাতে যদি দ্বীনি কংিবা দুনয়িাবী কোন কল্যাণ থাকে তাহলে সঠকি মতানুযায়ী সটো জায়যে। বরং হানাফি মাযহাবরে আলমেগণ ইলমি ও গাণতিকি প্রতযিোগতিার ক্ষত্রেে বনিমিয় নয়োকওে জায়যে বলছেনে।

"আল-ফাতাওয়া আল-হন্দিয়িযা" গ্রন্থে এসছে–

“যদি ফিকাহর শিক্ষার্থী একজন আরেকজন কে বলে: আস, আমরা মাসয়ালাগুলো পর্যালোচনা করি। যদি তুমি সঠিক জবাব দাও আমি ভুল করি তাহলে আমি তোমাকে এত এত দিব। আর যদি আমি সঠিক জবাব দেই তুমি ভুল কর তাহলে আমি তোমার থেকে কিছুই নিব না– এটা জায়েয হওয়াই আবশ্যক।[সমাপ্ত]

দেখুন: রাদ্দুল মুহতার (৬/৪০৪)

আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।